যায়যায়দিন

তারিখ 08 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

স্কুলই নেই, শিশুরা সাক্ষর হবে কিভাবে

সোহরাব হোসেন পটুয়াখালী

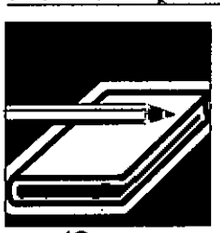

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস স্পেশাল

সমুদ্র উপকূলীয় পটুয়াখালীর তিনটি উপজেলার ৩৬টি চরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। এতে ওইসব চরের প্রায় নয় হাজার স্কুলবয়সী শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়েছে এখানে। স্কুলবিমুখ এসব শিশুরা সাগর মোহনাসহ বিভিন্ন নদ-নদীতে মাছ শিকার কিংবা কৃষি ক্ষেতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। মা-বাবার দরিদ্র সংসারে স্বল্প হলেও আয়ের জোগান দেয়ার চেষ্টা করছে। একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে এ তথ্য জানা গেছে।

বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে পটুয়াখালী সাগর মোহনার তিন উপজেলা বাউফল, দশমিনা ও গলাচিপার ৩০টি ইউনিয়নে রয়েছে শতাধিক ছোটবড় চর। মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এসব চরাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা নেই বললেই চলে। বিশুদ্ধ খাবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, বিদ্যুৎ, পানির আকাল, স্যানিটেশন সুবিধা না থাকা, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবাসহ হাজারো 'নাই' নিয়ে চলে তাদের জীবন। চরবাসীদের সংগ্রামী জীবন কাছে থেকে না দেখলে উপলব্ধি করা কঠিন। 'জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা সম্প্রতি ওই তিন উপজেলার শতাধিক চরের মধ্যে ৪১টি চরে শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করে। পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৪১টি চরের মধ্যে ৩৬টিতেই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। ওইসব চরের স্কুল গমন উপযোগী ৮ হাজার ৭৭৬ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব শিশুর মধ্যে ৫ থেকে ৭ বছর বয়সী শিশু ৭ হাজার ৫০০ ৬৩ জন। বাকি ১ হাজার ২১৩ শিশুর বয়স ৮ থেকে ১২ বছর। বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া ইউনিয়নে ২টি, নাজিরপুরে ৫টি ও কালাইয়ায় ২টি, দশমিনা উপজেলার বাশবাড়িয়ায় ৩টি, দশমিনা

সরেজমিন পটুয়াখালীর ৩৬ চরাঞ্চল

ইউনিয়নে ১টি ও বড়গোপালদিতে ৩টি, গলাচিপা উপজেলার চরকাজল ইউনিয়নে ২টি, চর বিশ্বাসে ৩টি, ছোট বাইশদিয়া, বড় বাইশদিয়া ও আমখোলায় ৩টি করে, রাঙ্গাবালীতে ৫টি ও পানপট্টি ইউনিয়নে ১টি চরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। দশমিনা উপজেলার ৭টি বিচ্ছিন্ন চরের মধ্যে চর বোরহানে একটি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চর হাদীতে একটি কমিউনিটি স্কুল থাকলেও বাকি ৫টি চরে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানবিহীন চরগুলোর শিশুদের অনেকে গরু-মহিষের রাখাল হিসেব কাজ করে। পারিবারিক প্রয়োজনে বাবার সঙ্গে কৃষি ক্ষেতেও কাজ করে শিশুরা, আবার কিছু সংখ্যক শিশু সাগর কিংবা নদীর মোহনায় বাগদা, গলদা পোনা শিকার ও অন্য প্রজাতির মাছ ধরা কাজে ব্যস্ত থাকে। এসব শিশুর একটি বিরাট অংশ পানির দরে তাদের শ্রম বিক্রি করছে। আবার অনেকেই পেটে-ভাতে অন্যের ক্ষেতে কাজ করছে। চর বোরহানের দিনমজুর নজির মিয়ার ছেলে সোহেল (১০), মোখলেছ মাতবরের সঙ্গে কৃষি ক্ষেতে কাজ করে। গত দুই বছর ধরে। চর হাদীর ভূমিহীন কৃষক মোতাহারের ছেলে হাসান (১২) ১৫০ টাকা মাসিক মজুরিতে মতি সরদারের সঙ্গে কাজ করে। দশমিনার চর শাহজালালের বাসিন্দা হারুন মিয়া জানালেন, 'মোর তিনডা মাইয়া। এহানে ইশকুল না থাহনে মাইয়াগুলোরে লেহাপড়া হিহাইতে (শিখাইতে) পারি না।'

এ ব্যাপারে দশমিনা উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ রুহুল আমিন জানান, মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অনেক চরেই স্কুল নির্মাণের মতো প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই। উদ্যোগী লোকেরও অভাব রয়েছে। এলাকার আগ্রহী লোকেরা নিজেদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে পরে নিয়ম অনুযায়ী তাতে সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেয়া সম্ভব।

জরিপ পরিচালনাকারী সংস্থা জাগরণী ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা মোঃ মাসুদুর রহমান জানান, শিখন কর্মসূচির আওতায় স্কুলবিহীন প্রতিটি চরে একটি করে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করবে সংস্থাটি। শিক্ষা বঞ্চিত শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করাই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।